দৈনিক
ইত্তেফাক

13 JUL 2008

চাবির বাজেট বিশ্লেষণ

নির্বাচনের খবর নেই, তবুও ডাকসুর জন্য বরাদ্দ ১৬ লাখ টাকা

॥ সাইদুর রহমান ॥

দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন নেই, তবু এ সংসদের নির্বাচনের জন্য চলতি অর্থ বছরের বাজেটে ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচন খাতে ১০ লাখ এবং ডাকসু ও হল সংসদ অভিষেক খাতে ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেটে নয়, বিগত বছরগুলোর বাজেটেও এ খাতে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সহসা ডাকসু নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা বা প্রস্তুতি না থাকলেও এই খাতে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ রাখায় সংশ্লিষ্ট মহলে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ ইত্তেফাককে বলেন, বরাদ্দের যে খাত তৈরি করা হয়েছিল তা পরিবর্তনের সুযোগ নেই। তবে ইতিপূর্বে ডাকসুর মাধ্যমে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো বর্তমানে সেগুলো করা হচ্ছে টিএসসির মাধ্যমে। এজন্য ডাকসুর বরাদ্দ বিগত কয়েক বছর ধরেই টিএসসির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালের ৬ জুন। ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ ডাকসু নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু পরিবেশ না থাকার অভিযোগ তুলে ছাত্রলীগ নির্বাচনের বিরোধিতা করলে সেই নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকারের নিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী পরপর ৩ বার সংবাদ মাধ্যমকে ডাকসু নির্বাচনের নির্দিষ্ট দিনক্ষণের কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি।

১৯৯৮ সালে ডাকসু ভেঙে দেয়ার পরও প্রতি বছর ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচন ব্যয় নয়ে অভিন্ন খাতে টাকা বরাদ্দ রাখা হতো। সেই ধারাবাহিকতায় এবারের বাজেটেও ডাকসু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সংস্থার নির্বাচনের জন্য দুইটি আলাদা খাত করা হয়েছে।

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের বাজেটে ডাকসুসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংস্থার নির্বাচনী ব্যয় খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৮ হাজার টাকা, পরের বছর ছিল ৫০ হাজার টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে হঠাৎ করেই এ খাতে বরাদ্দ অনেক বাড়িয়ে ৫ লাখ ৭১ হাজার টাকা করা হয়। গত অর্থ বছরে ডাকসু নির্বাচন এবং ডাকসু ও হল সংসদ অভিষেক এ দুইটি খাতে ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। চলতি অর্থ বছরেও সমপরিমাণ বরাদ্দ বহাল রাখা হয়েছে। এই ১৬ লাখ টাকার বাইরে চলতি অর্থ বছরে ডাকসুর কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা খাতে আরো ৪ লাখ ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসে এবারই প্রথম ডাকসু সংগ্রহশালার জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ওয়াকিবহাল একটি সূত্র জানায়, প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বাজেট নির্দেশনায় এক খাতের বরাদ্দ অন্য খাতে না নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইউজিসির নির্দেশনা অমান্য করে ডাকসুর বরাদ্দ অন্যত্র খরচ করছে। সর্বশেষ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেটেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দের খাত পরিবর্তন না করার উপর ইউজিসির নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে ভিসি অধ্যাপক ড. এস এম এ ফয়েজ বলেন, নেতৃত্ব বিকাশে ঐতিহাসিকভাবেই ডাকসুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন ডাকসুর নির্বাচন নেই। ফলে ডাকসুর নির্বাচন আজ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কবে নাগাদ এই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে সে ব্যাপারে ভিসি নিজে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কেউ কিছু বলেননি।